সংশয় নিরসন- ০২, খ. গুপ্ত হত্যা- কুরআনে কারীম

গত পর্বে আমরা ইসলামে গোপনীয়তা এবং সামরিক কাজে গোপনীয়তার আবশ্যকতা সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম। এ পর্বে ইনশাআল্লাহ আমরা গুপ্ত হত্যার শরয়ী দৃষ্টিকোণ নিয়ে আলোচনা করবো।

গুপ্ত হত্যার বিষয়টি মুসলমানদের নিকট সুবিদিত ছিল। আজকাল মুহিউস সুন্নাহ নামধারী কিছু যিন্দিকমার্কা আলেম এতে সন্দেহের বীজ বপনের পায়তারা চালিয়েছে। বুঝে না বুঝে অনেক মুসলমান ধোঁকায় পড়ে যাচ্ছে যে- ইসলাম যা করে তো প্রকাশ্যে করে; কাউকে হত্যা করতে হলে প্রকাশ্যে করবে, গোপনে কেন? অথচ গুপ্ত হত্যা কুরআনে কারীমের নির্দেশ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত ও সাহাবায়ে কেরামের ত্বরীক। বরং দুনিয়ার স্বাভাবিক যুদ্ধনীতিই এমন যে, বড় বড় ও নেতৃত্বস্থানীয়; যাদের সচরাচর যুদ্ধের ময়দানে পাওয়া যায় না বা হত্যা করা সম্ভব হয় না, তাদেরকে গোপনে হত্যা করা হয়। যেসব দরবারি আলেম মুজাহিদদের গুপ্ত হত্যার উপর আপত্তি করে, তারা কিন্তু কাফের, মুরতাদ ও

তাগুতরা যখন গুপ্ত হত্যা বা গ্রেফতার করে, তখন আপত্তি করে না। মনে হয় যেন, তাদের জীবনের টার্গেটই হচ্ছে দ্বীনের মুজাহিদগণের উপর আক্রমণ, তাদের বিভ্রান্ত প্রমাণ করার ঘৃণ্য প্রচেষ্টা এবং সম্ভাব্য সকল পন্থায় উম্মাহকে জিহাদ থেকে ফিরানো।

যাহোক, কুরআন-সুন্নাহয় গুপ্ত হত্যা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট ও সুপ্রমাণিত। আমরা ইনশাআল্লাহ কুরআন সুন্নাহ থেকে দলীল পেশ করবো।

কুরআনে কারীমের দলীল দুইভাবে:

ক. আম দলীল;
খ. খাস দলীল।

সুন্নাহ থেকে আমরা চারটি ঘটনা পেশ করবো:

ক. ইয়াহুদি কা’ব বিন আশরাফের গুপ্ত হত্যা;

খ. ইয়াহুদি আব্দুল্লাহ ইবনে আবিল হুকাইকের গুপ্ত হত্যা;

গ. মুশরিক খালেদ ইবনে সুফিয়ান আলহুজালির গুপ্ত হত্যা;

ঘ. আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহু কতৃক মক্কার মুশরিকদের গুপ্ত হত্যা।

***

কুরআনে কারীমে গুপ্ত হত্যা

কুরআনে কারীমে গুপ্ত হত্যার দুই ধরণের নির্দেশনা বিদ্যমান: ক. আম; খ. খাস।

আম দলীল

আম দলীল দ্বারা ঐসব আয়াত উদ্দেশ্য, যেগুলোতে কাফেরদের হত্যার নিঃশর্ত নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ – البقرة 191

"**তোমরা যেখানেই তাদের পাবে হত্যা করবে।** যেসব স্থান হতে তারা তোমাদের বহিষ্কার করে দিয়েছে, তোমারাও তাদের সেসব স্থান হতে বের করে দাও। (জেনে রেখো) ফিতনা (দাঙ্গা হাঙ্গামা ও) হত্যার চেয়েও জঘন্য অপরাধ। (লড়াই করার ব্যাপারে আরেকটি কথা মনে রাখবে) মসজিদে হারামের আশেপাশে তোমরা কখনও তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ো না। অবশ্য তারা নিজেরাই যদি সেখানে তোমাদের উপর আক্রমণ করে, তাহলে (প্রতিরোধের জন্য) তোমরাও লড়াই কর। এটাই হচ্ছে কাফেরদের যথাযথ শাস্তি।"- বাকারা ১৯১

অন্য আয়াতে ইরশাদ করেন-

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

'অতঃপর যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন **তোমরা মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও হত্যা কর** এবং তাদেরকে পাকড়াও কর, তাদেরকে অবরোধ কর এবং তাদের

জন্য প্রতিটি ঘাঁটিতে (ওঁৎপেতে) বসে থাক। তবে তারা যদি তাওবা করে মুসলমান হয়ে যায় এবং সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়- তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।’- তাওবা: ৫

এ ধরণের যত আয়াতে কাফেরদের বিরুদ্ধে কিতাল ও হত্যার নিঃশর্ত নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সবগুলো গুপ্ত হত্যার দলীল। কেননা, আল্লাহ তাআলা নিঃশর্তভাবে হত্যার অনুমতি দিয়েছেন। প্রকাশ্যে করা যাবে, গোপনে যাবে না- এমন কোন শর্ত করা হয়নি। অতএব, গোপনে-প্রকাশ্যে যেভাবেই সম্ভব হত্যা করা যাবে।

ইমাম জাসসাস রহ. (৩৭০ হি.) বলেন,

فإنه أمر بقتل المشركين إذا ظفرنا بهم وهي عامة في قتال سائر المشركين من قاتلنا منهم ومن لم يقاتلنا. اهـ أحكام القرآن 1\321

“এ আয়াতে আদেশ দেয়া হচ্ছে, যখনই বাগে পাওয়া যায়- কাফেরদের হত্যা করে দিতে। আমাদের বিরুদ্ধে কিতাল করুক বা না করুক- সকল কাফেরের বেলায়ই আয়াতের কিতালের নির্দেশ প্রযোজ্য।”- আহকামুল কুরআন ১/৩২১

খাস দলীল

উল্লিখিত দ্বিতীয় আয়াতের দ্বিতীয় অংশ গুপ্ত হত্যার খাস দলীল। সেখানে আদেশ দেয়া হয়েছে, **وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ- ‘তাদের জন্য প্রতিটি ঘাটিতে (ওঁৎপেতে) বসে থাক’।** আল্লাহ তাআলা কাফেরদের হত্যা ও বন্দী করার জন্য ওঁৎপেতে বসে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। যখনই বাগে পাওয়া যাবে, পাকড়াও করে বন্দী বা হত্যা করা হবে। এর নামই গুপ্ত হত্যা।

কাযি ইবনে আরাবী রহ. (৫৪৩ হি.) বলেন,

واقعدوا لهم كل مرصد- قال علماؤنا: في هذا دليل على جواز اغتيالهم قبل الدعوة أ.هـ

“আল্লাহ তাআলার বাণী ‘তাদের জন্য প্রতিটি ঘাটিতে (ওঁৎপেতে) বসে থাক’; আমাদের আইম্মায়ে কেরাম বলেন, এ আয়াত দলীল যে, (যেসব কাফেরের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেছে) তাদেরকে দাওয়াত দেয়ার আগেই গুপ্ত হত্যা করা বৈধ।”- আহকামুল কুরআন: ৪/২০৮

***

সংশয় নিরসন- ০২, খ. গুপ্ত হত্যা- হাদিস ১. কা’ব বিন আশরাফের ঘটনা

কা’ব বিন আশরাফ মদীনায় ইয়াহুদিদের সর্দার ছিল। সে মুসলমানদের সাথে চুক্তিবদ্ধ ছিল। বদর যুদ্ধের পর চুক্তি ভঙ্গ করে। মক্কায় গমন করে মুশরিকদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উস্কে দেয়। সে বড় কবি ছিল। কবিতা দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে কটুক্তি ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে গোপনে হত্যা করে দেয়ার জন্য হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে পাঁচজন সাহাবিকে পাঠান। তারা হলেন,

১. মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (কা’ব বিন আশরাফের ভাগিনা)।

২. আবু নায়িলা (কা’ব বিন আশরাফের দুধ ভাই)।

৩. আব্বাদ ইবনে বিশর।

৪. আবু আবস ইবনে জাবর।

৫. আলহারিস ইবনে মুআজ- রাদিয়াল্লাহু আনহুম। **[দেখুন: ফাতহুল বারি ৭/৪১১, কিতাবুল মাগাজি, বাব: কতলু কা’ব ইবনিল আশরাফ]**

ইমাম বুখারি রহ. (২৫৬ হি.) কিতাবুল মাগাজিতে কা’ব ইবনে আশরাফের গুপ্ত হত্যার ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেছেন,

قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من لكعب بن الأشرف، فإنه قد آذى الله ورسوله»، فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: «نعم»، قال: فأذن لي أن أقول شيئا، قال: «قل»، فأتاه محمد بن مسلمة فقال: إن هذا الرجل قد سألَنا صدقة، وإنه قد عنانا وإني قد أتيتك أستسلفك، قال: وأيضا والله لتملنه، قال: إنا قد اتبعناه، فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه، وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين ... فقال: نعم،

أي شيء تريد؟ قال: ارهنوني نساءكم، قالوا: :ارهنوني، قالوا كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب، قال: فارهنوني أبناءكم، قالوا: كيف نرهنك أبناءنا، فيسب أحدهم، فيقال: رهن بوسق أو وسقين، هذا عار علينا، ولكنا نرهنك اللأمة - قال سفيان :يعني السلاح - فواعده أن يأتيه، فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة، وهو أخو كعب من الرضاعة، فدعاهم إلى الحصن، فنزل إليهم، فقالت له امرأته: أين تخرج هذه الساعة؟ فقال إنما هو محمد بن مسلمة، وأخي أبو نائلة، وقال غير عمرو، قالت: أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم، قال: إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب، قال: ويُدخل محمد بن مسلمة معه رجلين ... فقال: إذا ما جاء فإني قائل بشعره فأشمه، فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه، فدونكم فاضربوه، وقال مرة: ثم أشمكم، فنزل إليهم متوشحا وهو ينفح منه ريح الطيب، فقال: ما رأيت كاليوم ريحا، أي أطيب ... فقال أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال: نعم، فشمه ثم أشم أصحابه، ثم قال: أتأذن لي؟ قال: نعم، فلما استمكن منه، قال: دونكم، فقتلوه، ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه (صحيح البخاري: 4037)

“জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদের জিজ্ঞেস করলেন, ‘কে আছ

যে কা’ব ইবনে আশরাফকে হত্যা করতে পারো? সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে কষ্ট দিয়েছে’। সাহাবি মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা দাঁড়িয়ে গেলেন। বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি চান, আমি তাকে হত্যা করি? বললেন, হাঁ; চাই। ইবনে মাসলামা আরজ করলেন, তাহলে আমাকে আপনার সমালোচনামূলক কিছু বলার অনুমতি দিন। বললেন, ঠিক আছে অনুমতি দেওয়া হলো।...

মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা কা’বের কাছে গেলেন। বললেন, এই মুহাম্মাদ লোকটা আমাদের কাছে দান দক্ষিণা চায়, সে আমাদেরকে বড় কষ্টে ফেলে দিল! তোমার কাছে এসেছি কিছু ঋণের জন্য। (মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামার এসব কথায় সুযোগ পেয়ে) কা’ব বলে উঠল, মাত্র তো শুরু! আল্লাহর কসম! তার প্রতি তোমরা অতিষ্ঠ হয়ে যাবে!

মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা বলেলেন, তা ঠিক! তবে যেহেতু তাকে মেনেই ফেলেছি, তাই এখনই মনে হয় তার সঙ্গ ত্যাগ করা ঠিক হবে না। শেষটা কোনদিকে গড়ায়, একটু দেখা দরকার। যা হোক, তো তুমি আমাকে কিছু খাবার ধার দাও। এই ধরো দু’-এক ‘ওয়াসাক’ হলেই চলবে।...

ঠিক আছে, তাহলে কিছু একটা বন্ধক রাখ আমার কাছে ।

কী চাও তুমি?

তোমাদের নারীদের বন্ধক রাখ।

কী যে বলো, এটা কী করে সম্ভব! তুমি হলে আরবের সবচেয়ে সুদর্শন পুরুষ! (তোমাকে ছেড়ে আমাদের মহিলারা আর যেতে চাইবে না।)

আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে তোমাদের ছেলেদের বন্ধক রাখ।

না, সেটাই বা কীভাবে করি! ভবিষ্যতে লোকে আমাদের ছেলেদের গালি দিয়ে বলবে, তোমাকে তো এক দুই ওয়াসাক খাবারের জন্য বন্ধক রাখা হয়েছিল! এটা আমাদের জন্য খুব লজ্জার বিষয়। তার চেয়ে বরং আমরা তোমার কাছে কিছু অস্ত্র বন্ধক রাখি। (অস্ত্রের কথা বলেছেন, যাতে হত্যার সময় অস্ত্র নিয়ে প্রবেশ করতে কোন আপত্তি না হয়।)

ঠিক আছে, তা-ই কর।

মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা রাদিয়াল্লাহু আনহু অস্ত্র নিয়ে আসার ওয়াদা করে চলে গেলেন।...

ইবনে মাসলামা রাদিয়াল্লাহু আনহু অঙ্গিকারমতো কা’বের কাছে এলেন। রাতের বেলা। তার সাথে আসলেন কা’বের দুধ ভাই আবু নায়িলা। (এ ছাড়াও আরো তিনজন সহ মোট পাঁচজন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বাকিউল গারকাদ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেলেন এবং তাদের জন্য দোয়া করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে রাতে নামায ও দোয়ায় লিপ্ত থাকেন।)

ইবনে মাসলামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বাসায় এসে কা'বকে ডাক দিলেন এবং দূর্গে আসতে আহ্বান করলেন। ডাক শুনে কা'ব নেমে এল। (কা'ব তখন মাত্র বিয়ে করেছে)। স্ত্রী আপত্তি করল, এই অসময়ে কোথায় যাচ্ছ তুমি?
কা'ব বলল, এই তো, মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা এবং আমার ভাই আবু নায়িলা এসেছে।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, স্ত্রী বলল, আমার তো মনে হচ্ছে আমি রক্তঝরা আওয়াজ শুনছি। কা'ব বলল, আরে সে তো আমারই ভাই মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা এবং আমার দুধভাই আবু নায়িলা! সম্ভ্রান্ত পুরুষ রাতের বর্শা লড়াইয়ে ডাক পড়লেও সাড়া দিতে ভয় করে না।
মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা তার সঙ্গে আরো দু'জন লোক নিয়ে এসেছেন। তদের বলে রাখলেন, কা'ব আসলে আমি তার চুলে ধরে সুগন্ধি গ্রহণ করব। যখন দেখবে, মাথাটা শক্ত করে

ধরেছি, এক আঘাতে মাথাটা গর্দান থেকে আলাদা করে ফেলবে। কা'ব একটি চাদর জড়িয়ে বেরিয়ে আসল। তার শরীর থেকে খুশবু ছড়াচ্ছে। মুহাম্মাদ বললেন, এত চমৎকার সুগন্ধ তো আর কখনো পাইনি! আমি কি তোমার এই সুঘ্রাণ নিতে পারি? কা'ব বলল, হাঁ, 'অবশ্যই পারো'। মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা কা'বের চুল ধরে গন্ধ শোঁকলেন। তারপর সঙ্গীদেরও শোঁকালেন। কিছুক্ষণ পর মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা আবার গন্ধ শোঁকার অনুমতি চাইলেন। কা'ব আবারও অনুমতি দিল। এবার তিনি সুযোগ মতো কা'বের মাথাটা ঝাপটে ধরে সঙ্গীদের ইশারা করলেন- দাও কোপ। এভাবে তারা তাকে হত্যা করলেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (অভিযান সফল হবার) সুসংবাদ দিলেন।" **-সহীহ বোখারী, হাদীস নং ৪০৩৭, বাব: কতলু কা'ব ইবনিল আশরাফ**

অন্য বর্ণনায় এসেছে, সাহাবায়ে কেরাম তার মাথা কেটে নিয়ে এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে নিক্ষেপ করেন।

বর্ণনায় এসেছে, আঘাত খেয়ে কা'ব বিন আশরাফ চিৎকার দিয়ে উঠে। চিৎকার শুনে ইয়াহুদিরা জমায়েত হয়ে যায় এবং

সাহাবায়ে কেরামের পশ্চাদ্ধাবন করে। তবে ভিন্ন পথে রওয়ানা হওয়ায় তারা সাহাবায়ে কেরামকে পায়নি।

পরের দিন সকাল বেলা ইয়াহুদিরা ভীত-সন্ত্রস্ত্র অবস্থায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে নালিশ করে যে, আমাদের সর্দার গতরাত গুপ্ত হত্যার শিকার হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন কা'বের অপরাধগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দেন। এতে ইয়াহুদিরা ভয় পেয়ে যায়। আর কিছু বলার সাহস পায়নি। [দেখুন: ফাতহুল বারি, কিতাবুল মাগাজি, বাব: কতলু কা'ব ইবনিল আশরাফ]

***

এ ঘটনা গুপ্ত হত্যার সুস্পষ্ট দলীল। ইমাম বুখারী রহ. কিতাবুল জিহাদে এ ঘটনা নিম্নোক্ত শিরোনামে এনেছেন,

باب الفتك بأهل الحرب

'হরবি কাফেরদের সুযোগ বুঝে হত্যা করে দেয়া(র বৈধতা) সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ'।

মুহাদ্দিসিনে কেরাম এ শিরোনামের ব্যাখ্যায় বিষয়টি পরিষ্কার করে দিয়েছেন। যেমন, হাফেয ইবনে হাজার রহ. (৮৫২ হি.) বলেন,

قوله باب الفتك بأهل الحرب أي جواز قتل الحربي سرا. اهـ

"হরবিকে গোপনে হত্যা করে দেয়ার বৈধতা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ।" -ফাতহুল বারি ৬/২০৫

কাস্তাল্লানি রহ. (৯২৩ হি.) বলেন,

(باب) جواز (الفتك) بفتح الفاء وسكون الفوقية آخره كاف (بأهل الحرب) أي قتلهم على غفلة. اهـ

"অন্যমনস্কতার সুযোগে হরবিকে হত্যা করে দেয়ার বৈধতা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ।"- ইরশাদুস সারি ৫/১৫৫

ইবনে বাত্তাল রহ. (৪৪৯ হি.) বলেন,

قاله بعض شيوخنا قال : إن قتل ابن الأشرف هو من باب أن من آذى الله ورسوله قد حل دمه ، ولا أمان له يعتصم به فقتله جائز على كل حال ؛ لأن الرسول (صلى الله عليه وسلم) إنما قتله بوحى من الله وأذن فى قتله فصار ذلك أصلا فى جواز قتل من كان لله ولرسوله حربًا. اهـ بطال 5\190

"আমাদের কতক মাশায়িখ বলেন, কা'ব বিন আশরাফকে হত্যা এ দৃষ্টিকোণ থেকে বৈধ হয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসূলকে কষ্ট দেবে, তার রক্ত হালাল হয়ে যাবে এবং কোন আমান তার রক্তের সুরক্ষা দিতে পারবে না। বিধায় সর্বাবস্থায় তাকে হত্যা করা বৈধ। কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ওহী ও অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে হত্যা করেছেন। ফলে এটি একটি সার্বজনীন মূলনীতিতে পরিণত হয়েছে যে, আল্লাহ ও রাসূলের বিরোধীদের হত্যা করে দেয়া বৈধ।"- শরহু ইবনি বাত্তাল লি সহীহিল বুখারি ৫/১৯০

হাফেজ ইবনে হাজার রহ. (৮৫২ হি.) কিতাবুল মাগাজিতে এ হাদিসের ব্যাখ্যা শেষে বলেন,

وفيه جواز قتل المشرك بغير دعوة إذا كانت الدعوة العامة قد بلغته. اهـ

"এ হাদিস দলীল যে, কোন মুশরিকের কাছে যখন সাধারণ দাওয়াত পৌঁছে যায়, তখন (দ্বিতীয়বার) দাওয়াত দেয়া ছাড়াই তাকে হত্যা করে দেয়া বৈধ।" –ফাতহুল বারি ৭/৪১২

***

সংশয় নিরসন- ০২, খ. গুপ্ত হত্যা- হাদিস ২. আবু রাফের ঘটনা

ইয়াহুদি আবু রাফে আব্দুল্লাহ ইবনে আবিল হুকাইক। তাকে সাল্লাম ইবনে আবিল হুকাইক-ও বলা হয়। সে হিজাযের বড় ব্যবসায়ী ছিল। অঢেল ধন-সম্পদের মালিক ছিল। খায়বারের পাশেই হিজাযের একটি দূর্গে সে থাকতো। সে ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোরতর দুশমন। গাতফানসহ আরবের অন্যান্য মুশরিক গোত্রকে সে আর্থিক সহায়তার মধ্য দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উস্কে দিত। আনসারি সাহাবিগণ দুর্ধর্ষ এক অভিযানের মাধ্যমে তাকে হত্যা করেন।

মদীনার আনসারি সাহাবিগণ প্রধান দু'টি গোত্রে বিভক্ত ছিলেন: আউস ও খাযরাজ। তাদের মাঝে হাড্ডাহাড্ডি প্রতিযোগিতা চলতো। এক গোত্র কোন কৃতিত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দিলে অন্য গোত্রের আর প্রশান্তি হতো না- যতক্ষণ না তারাও অনুরূপ কোন কৃতিত্ব আঞ্জাম দিতে পারেন। কা'ব বিন আশরাফকে হত্যার মর্যাদা লাভ করেছিলেন আউস গোত্রের সাহাবাগণ। খাযরাজ গোত্রের সাহাবায়ে কেরাম দেখলেন, আউসের সাহাবাগণ এক অভূতপূর্ব কৃতিত্ব লাভ করেছেন যা তাদের নেই। এতে তারা মনস্থির করলেন, কা'ব বিন আশরাফের মতো আরও কোন নবীর দুশমনকে হত্যা করে তারাও এই মর্যাদা লাভ করবেন। পরস্পরে পরামর্শ করলেন- কা'ব বিন আশরাফের মতো আর কে আছে এমন নবীর দুশমন? শেষে দেখলেন, আছে একজন। সে হল ইয়াহুদি আবু রাফে। মনস্থির করলেন, একেই হত্যা করা যায়।

নিজেরা পরামর্শের পর খাযরাজের সাহাবায়ে কেরাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আবু রাফেকে হত্যার অনুমতি চাইলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

অনুমতি দিলেন এবং সাহাবি আব্দুল্লাহ ইবনে আতিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে ছয়জনের একটি ছোট্ট সারিয়্যা পাঠালেন আবু রাফেকে হত্যার জন্য। তারা হলেন,

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আতিক (সারিয়্যার আমীর)।
২. আব্দুল্লাহ ইবনে উতবা।
৩. মাসউদ ইবনে সিনান।
৪. আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস।
৫. আবু কাতাদা।
৬. খুযায়ি ইবনে আসউয়াদ- রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন।

তাদের মধ্যে সারিয়্যার আমীর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আতিক রাদিয়াল্লাহু আনহু ইয়াহুদিদের ঢঙে কথা বলতে পারতেন। তিনি সন্ধা বেলা কৌশলে দূর্গের ভিতরে প্রবেশ করেন এবং রাতে সকলে ঘুমিয়ে পড়লে আবু রাফেকে হত্যা করেন।

ইমাম বুখারি রহ. কিতাবুল জিহাদ ও কিতাবুল মাগাজিতে বিভিন্ন সনদে সংক্ষিপ্ত এবং বিস্তারিত উভয়ভাবে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। কিতাবুল জিহাদের এক বর্ণনায় এনেছেন,

عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال : بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم رهطا من الأنصار إلى أبي رافع ليقتلوه فانطلق رجل منهم فدخل حصنهم قال فدخلت في مربط دواب لهم قال وأغلقوا باب الحصن ثم إنهم فقدوا حمارا لهم فخرجوا يطلبونه فخرجت فيمن خرج أريهم أنني أطلبه معهم فوجدوا الحمار فدخلوا ودخلت وأغلقوا باب الحصن ليلا فوضعوا المفاتيح في كوة حيث أراها

"হযরত বারা ইবনে আযিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আবু রাফেকে হত্যার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারিদের কয়েকজনের একটি দল প্রেরণ করলেন। তাদের একজন (তথা আব্দুল্লাহ ইবনে আতিক রাদিয়াল্লাহু আনহু) দূর্গে প্রবেশ করল। তিনি বলেন, দূর্গে প্রবেশ করে আমি তাদের একটি পশুর আস্তাবলে লুকিয়ে গেলাম। তারা দূর্গের দরজা বন্ধ করে দিল। এরপর তারা দেখলো যে, তাদের একটি গাধা খুঁজে পাচ্ছে না। গাধা খুঁজতে তারা বাহিরে বেরিয়ে এল। তাদের সাথে আমিও বেরিয়ে এলাম। আমি তাদেরকে দেখাচ্ছি, যেন আমিও তাদের সাথে গাধা তালাশ করছি। খোঁজাখুঁজি করে তারা গাধা পেল এবং

দূর্গে চলে এল। আমিও চলে এলাম। রাতে দূর্গের দরজা বন্ধ করে দিল এবং চাবিগুলো দেয়ালের একটি ছিদ্রের ফাঁকে রাখলো, যেখানে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম।”- **সহীহ বুখারি: ২৮৫৯**

কিতাবুল মাগাজির বর্ণনায় এনেছেন,

عن البراء بن عازب قال : بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم
إلى أبي رافع اليهودي رجالا من الأنصار فأمر عليهم عبد الله بن
عتيك وكان أبو رافع يؤذي رسول الله صلى الله عليه و سلم
ويعين عليه وكان في حصن له بأرض الحجاز فلما دنوا منه وقد
غربت الشمس وراح الناس بسرحهم فقال عبد الله لأصحابه
أجلسوا مكانكم فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلي أن أدخل فأقبل
حتى دنا من الباب ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجة وقد دخل
الناس فهتف به البواب يا عبد الله إن كنت تريد أن تدخل فادخل
فإني أريد أن أغلق الباب فدخلت فكمنت فلما دخل الناس أغلق
الباب ثم علق الأغاليق على وتد قال فقمت إلى الأقاليد فأخذتها
ففتحت الباب وكان أبو رافع يسمر عنده وكان في علالي له فلما
ذهب عنه أهل سمره صعدت إليه فجعلت كلما فتحت باب أغلقت
علي من الداخل قلت إن القوم نذروا بي لم يخلصوا إلي حتى أقتله
فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله لا أدري أين هو
من البيت فقلت يا أبا رافع قال من هذا ؟ فأهويت نحو الصوت
فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش فما أغنيت شيئا وصاح فخرجت

من البيت فأمكث غير بعيد ثم دخلت إليه فقلت ما هذا الصوت يا أبا رافع ؟ فقال لأمك الويل إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف قال فأضربه ضربة أثخنته ولم أقتله ثم وضعت ظبة السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره فعرفت أني قتلته فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا حتى أنتهيت إلى درجة له فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد أنتهيت إلى الأرض فوقعت في ليلة مقمرة فانكسرت ساقي فعصبتها بعمامة ثم انطلقت حتى جلست على الباب فقلت لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته ؟ فلما صاح الديك قام الناعي على السور فقال أنعى أبا رافع تاجر الحجاز فانطلقت إلى أصحابي فقلت النجاء فقد قتل أبا رافع فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه و سلم فحدثته فقال (ابسط رجلك) . فبسطت رجلي فمسحها فكأنها لم أشتكها قط

“হযরত বারা ইবনে আযিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াহুদি আবু রাফের (হত্যার) উদ্দেশ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুল্লাহ ইবনে আতিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে আনসারি কয়েকজন সাহাবিকে পাঠালেন। আবু রাফে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দিত এবং (মুশরিকদেরকে) তার বিরুদ্ধে সহায়তা করত। সে (খায়বারের কাছাকাছি) হিজায ভূমিতে তার একটি দূর্গে বাস করত। সাহাবায়ে কেরাম যখন তার দূর্গের কাছাকাছি পৌঁছলেন, ততক্ষণে সূর্য ডুবে গেছে এবং লোকজন তাদের পশুগুলোকে চারণভূমি থেকে বাড়ি নিয়ে এসেছে। আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু তার সঙ্গীদের বললেন, তোমারা এখানেই

বসে থাক। আমি যাই। দারোয়ানের সাথে কোন কৌশল করে ঢুকতে পারি কি’না দেখি।

তিনি দরজার কাছে পৌঁছলেন। পৌঁছে কাপড় মুড়ি দিয়ে এমনভাবে বসে গেলেন, যেন তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করছেন। এতক্ষণে লোকজন দূর্গে ঢুকে গেছে। দারোয়ান আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে লক্ষ করে বলল, ওহে আল্লাহর বান্দা! ঢুকতে চাইলে ঢুক। আমি দরজা বন্ধ করে দিতে যাচ্ছি।

আমি ঢুকে গেলাম। ঢুকে (আস্তাবলে) লুকিয়ে গেলাম। সবার ঢুকা শেষ হলে দারোয়ান দরজা বন্ধ করে দিল। চাবিগুলো একটি পেরেকে লটকিয়ে রাখল। তিনি বলেন, আমি চাবিগুলো নিয়ে নিলাম। দরজা খুললাম। আবু রাফের অভ্যাস ছিল, রাতে তার কাছে খোশ-গল্পের আসর বসত। সে দূর্গের উপরের তলায় থাকত। তার গল্পের সঙ্গীরা যখন চলে গেল, আমি সিঁড়ি বেয়ে উপর তলায় উঠলাম। আমি যে দরজাই খুলতাম, ভিতর থেকে লাগিয়ে দিতাম; এই ভেবে যে, যদি লোকজন আমার ব্যাপারে টের পেয়ে যায়, তাহলে হত্যা করে শেষ করা পর্যন্ত

যেন তারা আমার কাছে পৌঁছতে না পারে। আমি তার কক্ষে পৌঁছলাম।

(অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি গিয়ে আবু রাফেকে ডাক দেন। তার স্ত্রী জিজ্ঞেস করে, তুমি কে? তিনি জওয়াব দেন, আমি আবু রাফের জন্য একটু হাদিয়া নিয়ে এসেছি। এতে স্ত্রী দরজা খোলে দেয়।) সে অন্ধকার কক্ষে তার পরিবারের লোকদের মাঝখানে শুয়ে ছিল। বুঝতে পারছিলাম না যে, ঠিক কোথায় সে। ডাক দিলাম, আবু রাফে! সে জওয়াব দিল, এই লোক কে? আমি আওয়াজটা লক্ষ করে তরবারি চালালাম। আমার তখন দিশেহারার মতো অবস্থা। কিন্তু না! কোন কাজ হল না। উল্টো সে চিৎকার দিয়ে উঠল।

আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। অল্প কিছুক্ষণ পর আবার গেলাম। (গলার স্বর পরিবর্তন করে যেন আমি তাকে সাহায্য করতে এসেছি এই ভান করে) বললাম, ‘আবু রাফে! আওয়াজ কিসের’? সে উত্তর দিল, ‘তোমার মায়ের সর্বনাশ হোক! এই মাত্র কক্ষে এক ব্যক্তি আমাকে তরবারি দিয়ে আঘাত করেছে’।

তিনি বলেন, এবার আরেকটা কোপ দিলাম। এতে সে মারাত্মক জখম হল। কিন্তু হত্যা করতে পারলাম না। এরপর আমি তরবারির ধারালো দিকটা তার পেটের উপর ধরে সজোরে চাপ দিলাম। একেবারে পিটে গিয়ে ঠেকল। বুঝতে পারলাম, হত্যা করতে পেরেছি।

তারপর একেক করে দরজাগুলো খুলতে লাগলাম। আসতে আসতে একটা সিঁড়িতে এসে পা রাখলাম। (আমি চোখে একটু কম দেখতাম।) রাত ছিল চাঁদনী। মনে করেছি (সব সিঁড়ি শেষ) নিচে এসে গেছি। (কিন্তু তখনও একটি সিঁড়ি বাকি ছিল)। আমি পড়ে গেলাম। পড়ে গিয়ে পায়ের গোছার হাড় ভেঙে গেল। পাগড়ি খোলে পা বেঁধে নিলাম।

সেখান থেকে এসে দরজার নিকট বসে রইলাম। বললাম, হত্যা করতে পেরেছি কি'না জানা পর্যন্ত আজ রাতে আর বের হচ্ছি না। যখন (ভোর হল এবং) মোরগ ডাকতে লাগল, তখন ঘোষক প্রাচীরের উপর উঠে ঘোষণা দিল, 'আমি ঘোষণা দিচ্ছি যে, হিজাযের ব্যবসায়ী আবু রাফে মারা গেছে'।

ঘোষণা শুনে (নিশ্চিত হয়ে) আমার সঙ্গীদের নিকট এলাম। বললাম, তাড়াতাড়ি পালাও। আল্লাহ তাআলা আবু রাফেকে হত্যা করেছেন। (এরপর আমরা দিনের বেলা লুকিয়ে থাকতাম আর রাতের বেলা পথ চলতাম। এভাবে খায়বার থেকে মদীনায় উপস্থিত হলাম।) তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে ঘটনার বিবরণ শুনালাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমাকে) বললেন, তোমার পা এদিকে বাড়াও দেখি। পা বাড়িয়ে দিলাম। তিনি পায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন। এমনভাবে ভাল হয়ে গেলাম, যেন কখনও কোন ব্যথাই পাইনি।"- **সহীহ বুখারি: ৩৮১৩, কিতাবুল মাগাজি।**

***

হাফেয ইবনে হাজার রহ. (৮৫২ হি.) এ ঘটনা থেকে উৎসারিত বিধানাবলীর বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন,

وفي هذا الحديث من الفوائد جواز اغتيال المشرك الذي بلغته الدعوة وأصر وقتل من أعان على رسول الله صلى الله عليه و سلم بيده أو ماله أو لسانه وجواز التجسيس على أهل الحرب وتطلب غرتهم. اهـ

“এ হাদিস থেকে বুঝা গেল, যেসব মুশরিক দাওয়াত পৌঁছার পরও কুফরে অটল থাকবে, তাদের গুপ্ত হত্যা করা জায়েয। বুঝা গেল, যে ব্যক্তি হাত, মাল বা যবান- কোনভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে সহায়তা করবে, তাকে হত্যা করা হবে। বুঝা গেল, হরবিদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি এবং সুযোগ সন্ধান জায়েয।”- **ফাতহুল বারি: ৭/৩৪৫, কিতাবুল মাগাজি**

অন্যত্র বলেন,

وفيه جواز التجسيس على المشركين وطلب غرتهم وجواز اغتيال ذوي الأذية البالغة منهم وكان أبو رافع يعادي رسول الله صلى الله عليه و سلم ويؤلب عليه الناس ويؤخذ منه جواز قتل المشرك بغير دعوة أن كان قد بلغته الدعوة قبل ذلك. اهـ

“এ হাদিস দলীল যে, মুশরিকদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি এবং সুযোগ সন্ধান জায়েয। তাদের মধ্যে যারা অত্যধিক কষ্টপ্রদায়ি,

তাদের গুপ্ত হত্যা জায়েয। আবু রাফে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দুশমনি পোষণ করতো এবং লোকজনকে তার বিরুদ্ধে উস্তে দিত। এ হাদিস থেকে বুঝা যায়, মুশরিকের কাছে একবার দাওয়াত পৌঁছে গেলে, দ্বিতীয়বার দাওয়াত দেয়া ছাড়াই তাকে হত্যা করা জায়েয।”- **ফাতহুল বারি: ৬/১৫৬, কিতাবুল জিহাদ**

***

সংশয় নিরসন- ০২, খ. গুপ্ত হত্যা- হাদিস ৩. খালেদ ইবনে সুফিয়ান আলহুজালির ঘটনা

গুপ্ত হত্যা: হাদিস-৩: খালেদ ইবনে সুফিয়ান আলহুজালির ঘটনা

মুশরিক খালেদ ইবনে সুফিয়ান আলহুজালি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সৈন্য সমাবেশ করছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে পাঠান তাকে হত্যা করার জন্য। তিনি কৌশলে একে হত্যা করেন এবং

কর্তিত মস্তক এনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে পেশ করেন। চতুর্থ হিজরির শুরুতে মুহাররাম মাসের ৫ তারিখ রোজ সোমবার তিনি মদীনা থেকে রওয়ানা করেন। হত্যা করে ১৮ দিন পর শনিবার মদীনায় উপস্থিত হন।

ইমাম আহমাদ রহ., আবু দাউদ রহ. ও বাইহাকি রহ.সহ আরো অনেকে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে আহমাদ রহ. এর বর্ণনাটি তুলনামূলক বিস্তারিত। এ বর্ণনায় এসেছে যে, আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

أنه قد بلغني أن :دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خالد بن سفيان بن نبيح يجمع لي الناس ليغزوني وهو بعرنة فاته فأقتله قال قلت يا رسول الله أنعته لي حتى أعرفه قال إذا رأيته وجدت له اقشعريرة قال فخرجت متوشحا بسيفي حتى وقعت عليه وهو بعرنة مع ظعن يرتاد لهن منزلا وحين كان وقت العصر فلما رأيته وجدت ما وصف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاقشعريرة فأقبلت نحوه وخشيت أن يكون بيني وبينه محاولة تشغلني عن الصلاة فصليت وأنا أمشي نحوه أومئ برأسي الركوع والسجود فلما انتهيت إليه قال من الرجل قلت رجل من العرب سمع بك وبجمعك لهذا الرجل فجاءك لهذا قال أجل أنا في ذلك قال فمشيت معه شيئا حتى إذا أمكنني حملت عليه السيف حتى قتلته ثم خرجت وتركت ظعائنه مكبات عليه فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني فقال أفلح الوجه قال قلت قتلته يا رسول الله قال صدقت قال ثم قام معي رسول الله صلى

الله عليه وسلم فدخل في بيته فأعطاني عصا فقال أمسك هذه عندك يا عبد الله بن أنيس قال فخرجت بها على الناس فقالوا ما هذه العصا قال قلت أعطانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني أن أمسكها قالوا أولا ترجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسأله عن ذلك قال فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله لم أعطيتني هذه العصا قال آية بيني وبينك يوم القيامة أن أقل الناس المتخصرون يومئذ يوم القيامة فقرنها عبد الله بسيفه فلم تزل معه حتى إذا مات أمر بها فصبت معه في كفنه ثم دفنا جميعا. (المسند للإمام أحمد بن حنبل، 16090)

تعليق شعيب الأرنؤوط : ابن عبد الله بن أنيس - وهو عبد الله]
بن عبد الله بن أنيس كما جاء مبينا من رواية محمد بن سلمة
الحراني عن محمد بن اسحق عند البيهقي - ترجم له البخاري في
التاريخ 5 / 125 وابن أبي حاتم 5 / 90 وابن حبان في الثقات
5 / 37 ولم يذكروا فيه جرحا ولا تعديلا وباقي رجال الإسناد
ثقات غير محمد بن اسحق روى له البخاري تعليقا ومسلم متابعة
وقد صرح بالتحديث
وأخرجه أبو يعلى 905 وابن خزيمة 982 و 983 وابن حبان
7160 وأخرجه أبو داود 1249 مختصرا وحسن الحافظ في الفتح
[إسناد أبي داود

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডাকলেন। ডেকে বললেন, আমার কাছে সংবাদ পৌছেছে যে, খালেদ ইবনে সুফিয়ান ইবনে নুবাইহ্ আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সৈন্য সমাবেশ করছে। সে (মক্কা থেকে নয় মাইল দূরে) উরানা উপত্যকায় আছে। তুমি গিয়ে তাকে হত্যা করে আস। তিনি বলেন, আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (আমি তো তাকে চিনি না) তাকে চেনার আলামত বলে দিন, যাতে আমি তাকে চিনতে পারি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, (তাকে চেনার আলামত হল,) যখন তুমি তাকে দেখবে, তখন তার ভয়ে তোমার মাঝে খানিকটা কম্পন অনুভব হবে।

(এ আলামত বাতলানো মূলত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মু’জিযা। আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাধারণত কাউকে দেখে ভয় পেতেন না। এজন্য ঠিক এর বিপরীতে ভয় পাওয়াকে আলামত বানানো হয়েছে।)

তিনি বলেন, আমি তরবারি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। অবশেষে তার নিকট উপস্থিত হলাম। সে উরানা উপত্যকায় ছিল। তার সাথে তার স্ত্রীরা ছিল। তাদের নিয়ে অবতরণের জন্য সে একটি ভাল জায়গা তালাশ করছিল। তখন আসরের নামাযের সময় হয়ে গিয়েছিল। আমি যখন তাকে দেখলাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবরণ অনুযায়ী আমার মাঝে কিছুটা ভীতিজনিত কম্পন অনুভব করলাম। (এতে বুঝতে পারলাম যে, সে-ই আল্লাহর রাসূলের দুশমন খালেদ ইবনে সুফিয়ান।)

(তিনি বলেন,) আমি তার দিকে এগিয়ে গেলাম। আমার ভয় হচ্ছিল যে, তার কাছে পৌঁছতে আমার কিছুটা সময় লাগবে, যার ফলে আমার নামায ছুটে যাবে। তাই আমি হাঁটতে হাঁটতে মাথার ইশারায় রুকু-সাজদা করে নামায আদায় করে নিলাম। আমি তার কাছে পৌঁছলে সে জিজ্ঞেস করল, মিয়া! তুমি কে? আমি উত্তর দিলাম, ‘(আমি) আরবের লোক, যে আপনার ব্যাপারে শুনতে পেয়েছে যে, আপনি এই (মুহাম্মাদ) লোকটির বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশ করছেন; তাই সে আপনাকে সাহায্য

করতে এসেছে'। সে জওয়াব দিল, হ্যাঁ, ঠিক আছে। আমি এরই প্রস্তুতি নিচ্ছি। তিনি বলেন, আমি তার সাথে খানিক্ষণ চললাম। (তার সাথে কথা-বার্তা বলতে বলতে ভাব জমালাম, আর তাকে হত্যার সুযোগ খুঁজছিলাম।) অবশেষে যখন সুযোগ পেয়ে গেলাম, তরবারি চালালাম। (তরবারির আঘাতে) তাকে হত্যা করলাম। এরপর (তার কর্তিত মস্তকটি নিয়ে) সেখান থেকে পালালাম। তার স্ত্রীদেরকে তার উপর পড়ে ক্রন্দনরত রেখে আসলাম।

(এরপর তিনি পাহাড়েরর একটি গুহায় গিয়ে আশ্রয় নেন। হত্যাকারীকে খোঁজে বের করার জন্য লোক পাঠানো হল। কিন্তু আল্লাহর রহমতে তারা তাকে খোঁজে পায়নি। এরপর তিনি রাতের বেলা পথ চলতেন আর দিনের বেলা লুকিয়ে থাকতেন। এভাবে মদীনায় উপস্থিত হন।)

(তিনি বলেন,) যখন আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হলাম এবং তিনি আমাকে দেখতে পেলেন, (খুশিতে) বলে উঠলেন, (তোমার) চেহারা কামিয়াব

হোক! তিনি বলেন, আমি সংবাদ দিলাম, তাকে হত্যা করেছি ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি সত্য বলেছ। (বলা হয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগেই অহীর মাধ্যমে হত্যার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছিলেন।)

(তিনি বলেন,) এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নিয়ে উঠলেন। তার ঘরে প্রবেশ করলেন। আমাকে একটি লাঠি উপহার দিলেন এবং সেটি আমার কাছে রাখতে আদেশ দিলেন। আমি লাঠিটি নিয়ে লোকজনের কাছে আসলাম। তারা আমার কাছে আবেদন করলো, 'তুমি কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে এ লাঠির হেতু জিজ্ঞেস করতে পারবে না'? তিনি বলেন, (তাদের আবেদনে) আমি আবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম। আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কেন আমাকে এ লাঠি দিয়েছেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটি কেয়ামতের দিন তোমার ও আমার মাঝের সম্পর্কের পরিচয়বাহক হবে। (তখন আমি তোমার জন্য শাফাআত করে জান্নাতে তোমার মর্তবা বৃদ্ধি করতে

পারবো। আর তুমি জান্নাতে এ লাঠিতে ভর দিয়ে যেভাবে চাও রাজত্ব করবে। আর শোন,) কেয়ামতের সেদিনে লাঠিতে ভর দেয়ার মর্যাদা কম লোকই লাভ করবে।

আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু লাঠিটি তার তরবারির সাথে মিলিয়ে নিলেন। সেটি এরপর থেকে তার কাছেই ছিল। (অসীয়ত করে গেলেন, মারা গেলে যেন লাঠিটি তার কাফনে দিয়ে দেয়া হয়।) তিনি যখন মারা গেলেন, (অসীয়ত মতো) লাঠিটি তার কাফনে দিয়ে দেয়া হল এবং লাঠিসহ দাফন করা হল।”- **মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং ১৬০৯০**

***

এ হাদিস থেকে অতিরিক্ত একটি মাসআলা জানা গেল যে, গুপ্ত হত্যার জন্য একাকী অভিযান চালানোও জায়েয। আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে একাই পাঠানো হয়েছিল এবং তিনি একাই হত্যা করে ফিরে এসেছেন।

সংশয় নিরসন- ০২, খ. গুপ্ত হত্যা, হাদিস-৪: আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনা

গুপ্ত হত্যা: হাদিস-৪: আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনা

একাকী জিহাদ ও গুপ্ত হত্যার ইমাম আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহু। আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনা ঘটেছে ৬ষ্ঠ হিজরিতে হুদায়বিয়ার সন্ধির পর। হুদায়বিয়ার সন্ধির একটা শর্ত ছিল, মক্কার কেউ মুসলমান হয়ে মদীনায় চলে এলে তাকে মক্কায় ফেরত পাঠাতে হবে, তবে মদীনার কেউ মুরতাদ হয়ে মক্কায় চলে গেলে তাকে মদীনায় পাঠনো হবে না। বাহ্যত এ সন্ধি মুসলমানদের জন্য অপমানকর মনে হলেও আল্লাহ তাআলা একেই ঘোষণা দিয়েছেন, 'ফাতহুম মুবিন- সুস্পষ্ট বিজয়'। আর বাস্তবেও এমনই ছিল।

আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনা ইমাম বুখারী রহ. এভাবে বর্ণনা করেছেন,

ثم رجع النبي صلى الله عليه و سلم إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا العهد الذي جعلت لنا فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى إذا بلغا ذا

الحليفة فنزلوا يأكلون من تمر لهم فقال أبو بصير لأحد الرجلين
والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا فاستله الآخر فقال أجل
والله إنه لجيد لقد جربت به ثم جربت فقال أبو بصير أرني أنظر
إليه فأمكنه منه فضربه حتى برد وفر الآخر حتى أتى المدينة
فدخل المسجد يعدو فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم حين رآه
(لقد رأى هذا ذعرا) . فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه و
سلم قال قتل والله صاحبي وإني لمقتول فجاء أبو بصير فقال يا
نبي الله قد والله أوفى الله ذمتك قد رددتني إليهم ثم نجاني الله منهم
قال النبي صلى الله عليه و سلم (ويل أمه مسعر حرب لو كان له
أحد) . فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم فخرج حتى أتى
سيف البحر قال وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل فلحق بأبي
بصير فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي
بصير حتى اجتمعت منهم عصابة فوالله ما يسمعون بعير خرجت
لقريش إلى الشأم إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم فأرسلت
قريش إلى النبي صلى الله عليه و سلم تناشده بالله والرحم لما
أرسل فمن آتاه فهو آمن فأرسل النبي صلى الله عليه و سلم إليهم
فأنزل الله تعالى { وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن
مكة من بعد أن أظفركم عليهم - حتى بلغ - الحمية حمية الجاهلية
}

“এরপর (সন্ধি শেষে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় ফিরে এলেন। তখন আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহু-

যিনি কুরাইশ গোত্রের লোক- (পালিয়ে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে চলে এলেন। তিনি মুসলমান ছিলেন। মক্কার কুরাইশরা তাঁর তালাশে দু'জন লোক পাঠাল। তারা (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে) বলল, আপনি আমাদের সাথে যে চুক্তি করেছেন (তা পূর্ণ করুন এবং আবু বাসীরকে ফেরত দিন)। তিনি তাকে ঐ দুই ব্যাক্তির হাওয়ালা করে দিলেন। তাঁরা তাকে নিয়ে (মক্কায়) রওয়ানা হল। যুল-হুলায়ফায় পৌঁছে অবতরণ করল। সেখানে তাদের সাথে যে খেজুর ছিল তা খেতে লাগল।

আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের একজনকে বললেন, আল্লাহর কসম! হে অমুক, তোমার তরবারিটি খুবই চমৎকার দেখছি। সে লোকটি তরবারিটি বের করে বলল, হ্যাঁ, আল্লাহর কসম! এটি একটি উৎকৃষ্ট তরবারি। আমি একাধিক বার তা পরীক্ষা করেছি। আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তলোয়ারটি আমি দেখতে চাই। আমাকে দেখাও। লোকটি আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তলোয়ারটি দিল। আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহু সেটি দ্বারা তাকে এমন আঘাত করলেন যে, সে মরে গেল। তার অপর সঙ্গী পালিয়ে মদিনায় এসে পৌঁছল

এবং দৌঁড়তে দৌঁড়তে মসজিদে (নববীতে) প্রবেশ করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখে বললেন, লোকটি ভীতিজনক কিছু দেখে এসেছে।

লোকটি যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে উপস্থিত হল বলল, আল্লাহর কসম! আমার সঙ্গীকে হত্যা করা হয়েছে, (আপনার রক্ষা না করলে) আমিও নিহত হতে যাচ্ছি। তখন আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহুও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হলেন। বললেন, ইয়া নাবীয়াল্লাহ! আল্লাহর কসম! আল্লাহ আপনার চুক্তি পূর্ণ করেছেন। আপনি (চুক্তিমতো) আমাকে তাদের কাছে ফেরত দিয়েছেন। এরপর আল্লাহ আমাকে তাদের কবল থেকে নাজাত দিয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সর্বনাশ! এ তো যুদ্ধের আগুন প্রজ্জলনকারী। যদি তাকে সহায়তা করার কেউ থাকতো!

(মুশরিক লোকটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ কথা থেকে বুঝেছিল যে, যদি তার আরো কতক সাথী থাকতো তাহলে আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহু হত্যা করে পালাতে

পারতো না। তবে প্রচ্ছন্নভাবে মূলত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে উৎসাহ দিচ্ছিলেন যে, তুমি কুরাইশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আগুন জ্বালাও। এ কাজের জন্য তোমার সাথে আরো কিছু সাথী থাকলে ভাল হবে। এজন্য মক্কার নির্যাতিত মুসলমানগণ যেন পালিয়ে তোমার সাথে মিলিত হয়। চুক্তি থাকার কারণে সরাসরি আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে একথা বলতে পারছিলেন না। তাই ঈঙ্গিতে বলেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার রহ. ফাতহুল বারিতে এমনই বলেছেন।)

আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন এ কথা শুনলেন, বুঝতে পারলেন, (এখানে থাকলে) তিনি তাকে আবার কাফেরদের কাছে ফেরত পাঠাবেন। তাই তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লেন এবং সমূদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় চলে গেলেন।

বর্ণনাকারী বলেন, এ দিকে আবু জানদাল ইবনু সুহাইল রাদিয়াল্লাহু আনহু কাফেরদের কবল থেকে পালিয়ে এসে আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে মিলিত হলেন। এরপর থেকে

কুরাইশ গোত্রের ইসলাম গ্রহণ করেছে এমন যে-ই পালাতে পারতো, সে-ই আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে এসে মিলিত হতো। এভাবে (চল্লিশ বা সত্তরজনের মতো) তাদের একটি দল হয়ে গেল। আল্লাহর কসম! তারা যখনই শুনতেন যে, কুরাইশদের কোন বাণিজ্য কাফেলা সিরিয়া যাচ্ছে, তখনই তারা তাদের পথ অবরোধ করতেন। তাদের হত্যা করতেন। তাদের মাল-সম্পদ কেড়ে নিতেন। (অবস্থা বেগতিক দেখে) কুরাইশরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে লোক পাঠাল। আল্লাহ ও আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে আবেদন করল, 'আপনি আবু বাসীরের কাছে এ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ পাঠান। এখন থেকে (মক্কা থেকে) কেউ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে চলে এলে সে নিরাপদ থাকবে (কুরাইশদের কাছে ফেরত পাঠাতে হবে না)'।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাদের কাছে (এ মর্মে) নির্দেশ পাঠালেন। তখন আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাযিল করেন: وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ থেকে الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ পর্যন্ত।"- **সহীহ বুখারী ২৫৮১**

ঘটনার পরের অংশের বিবরণে হাফেয ইবনে হাজার রহ. (৮৫২ হি.) বলেন,

وفي رواية موسى بن عقبة عن الزهري فكتب رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى أبي بصير فقدم كتابه وأبو بصير يموت فمات وكتاب رسول الله صلى الله عليه و سلم في يده فدفنه أبو جندل مكانه وجعل عند قبره مسجدا قال وقدم أبو جندل ومن معه إلى المدينة فلم يزل بها إلى أن خرج إلى الشام مجاهدا فاستشهد في خلافة عمر. اهـ

"মূসা ইবনে উকবা রহ. যুহরি রহ. থেকে বর্ণনা করেন, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে পত্র পাঠালেন। তার কাছে যখন চিঠি পৌঁছল, তখন তিনি মৃত্যু শয্যায় শায়িত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিঠি হাতে অবস্থায়ই তিনি মৃত্যু বরণ করেন। আবু জানদাল রাদিয়াল্লাহু আনহু সেখানেই তাকে দাফন করেন এবং তার কবরের কাছে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। তিনি বলেন, (এরপর) আবু জানদাল রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তার সঙ্গীরা মদীনায় চলে আসেন। তখন থেকে তিনি সেখানেই ছিলেন। উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে তিনি শামে

জিহাদে যান এবং সেখানেই শাহাদাত বরণ করেন।”- **ফাতহুল বারি ৫/৩৫১**

এ হাদিস একাকী জিহাদ ও গুপ্ত হত্যার সুস্পষ্ট ও আমলী দলীল। আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহু কাফের লোকটিকে হত্যা করলেন। অপরটিকে ধাওয়া করে মদিনা পর্যন্ত নিয়ে এলেন। সমূদ্র উপকূলে গিয়ে যখন আশ্রয় নিলেন, আস্তে আস্তে একটা তায়েফা হয়ে গেল, মুশরিকদের বাণিজ্যিক কাফেলাগুলো টার্গেট করে আক্রমণ করলেন, হত্যা করলেন, লুণ্টন করলেন; রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসবের কোনটির উপরই কোন আপত্তি করলেন না। বরং প্রচ্ছন্নভাবে উৎসাহ দিলেন। আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহুর হামলা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৌন সমর্থন ও উৎসাহ সুস্পষ্ট দলীল যে, ইমাম না থাকাবস্থায় একাকী বা ছোট্ট তায়েফা মিলে জিহাদ করতে এবং হরবি কাফেরদের গুপ্ত হত্যা করতে কোন সমস্যা নেই। চুক্তি নেই এমন যেকোন কাফেরকে বাগে পেয়ে হত্যা করা যাবে। এককভাবেও করা যাবে, তায়েফাগতভাবেও করা যাবে। প্রকাশ্যেও করা যাবে, গোপনেও করা যাবে।

হত্যাও করা যাবে, লুণ্টনও করা যাবে। কোনটাতেই কোন সমস্যা নেই।

হাফেয ইবনে হাজার রহ. (৮৫২ হি.) বলেন,

وفي قصة أبي بصير من الفوائد جواز قتل المشرك المعتدي غيلة ولا يعد ما وقع من أبي بصير غدرا لأنه لم يكن في جملة من دخل في المعاقدة التي بين النبي صلى الله عليه و سلم وبين قريش لأنه إذ ذاك كان محبوسا بمكة لكنه لما خشي أن المشرك يعيده إلى المشركين درأ عن نفسه بقتله ودافع عن دينه بذلك ولم ينكر النبي قوله ذلك وفيه أن من فعل مثل فعل أبي بصير لم يكن عليه قود ولا دية. اهـ

“আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনা প্রমাণ যে, সীমালঙ্গনকারী মুশরিককে গুপ্ত হত্যা করা যাবে এবং আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহু যা করেছেন, তা গাদ্দারি নয়। কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও কুরাইশদের মাঝে সম্পাদিত চুক্তিতে তিনি অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। কেননা, তিনি তখন মক্কায় বন্দী ছিলেন। তবে যখন তার আশঙ্কা হল যে, মুশরিকটি তাকে (মক্কার) মুশরিকদের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে, তখন তাকে হত্যা করে নিজের প্রতিরক্ষা করেছে। এর মাধ্যমে তিনি আপন দ্বীন রক্ষা করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এ কথায় কোন আপত্তি করেননি।

এ থেকে এও বুঝা গেল যে, যে ব্যক্তি আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো (হত্যা ও লুণ্টন) করবে, তার উপর কিসাস বা দিয়াত কোন কিছু বর্তাবে না।”- **ফাতহুল বারি ৫/৩৫১**

আমরাও একই কথা বলি: আমাদের মুসলিম ভাইদের যদি তাগুতি শাসন বিলুপ্ত করার সামর্থ্য নাও থাকে, তথাপি তারা যেখানেই পাবেন তাগুত, তাগুত বাহিনির সৈন্য ও কাফের-মুরতাদদের হত্যা করবেন। এতে তাদের উপর না কোন কিসাস বর্তাবে, আর না কোন দিয়াত। বরং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে পাবেন অশেষ প্রতিদান। আর নিহত হলে পাবেন শাহাদাতের মর্যাদা।

***

গুপ্ত হত্যা (শেষ পর্ব): বিবিধ ফাওয়ায়েদ

বিবিধ ফাওয়ায়েদ

আলহামদুলিল্লাহ! আমরা কুরআন-সুন্নাহ থেকে গুপ্ত হত্যার দালিলিক আলোচনা দেখলাম। আমাদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু যদিও গুপ্ত হত্যার বৈধতা, তবে গুপ্ত হত্যার এ দলীলগুলো থেকে আরো অনেক বিষয় উৎসারিত হয়। আমরা সেসব উৎসারিত ফাওয়ায়েদের কয়েকটি এখানে উল্লেখ করবো।

ফায়েদা-১: জিহাদের মাসলাহাত ও জরুরতে ক্ষেত্রবিশেষে তাওরিয়া করা (কথা ঘুরিয়ে বলা) এমনকি মিথ্যা ও কুফরি কথা বলাও জায়েয। যেমনটা কা'ব বিন আশরাফ ও খালেদ ইবনে সুফিয়ান আলহুজালিকে হত্যা করতে গিয়ে সাহাবায়ে কেরাম করেছেন। অবশ্য নিরেট মিথ্যা বলা বৈধ কি'না তা নিয়ে আইম্মায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ আছে। তবে সবচেয়ে ভাল হল নিরেট মিথ্যা না বলে তাওরিয়া করা। অবশ্য যদি তাওরিয়া সম্ভব না হয়, তাহলে মিথ্যা না বলে উপায় নেই।

ফায়েদা-২: স্বল্পসংখ্যক মুসলমান বিপুল সংখ্যক কাফেরের মোকাবেলায় অবতীর্ণ হওয়া বৈধ। আমরা দেখেছি, গুপ্ত হত্যা করতে গিয়ে সাহাবায়ে কেরাম কাফের নেতাদের প্রাণকেন্দ্রে

ঢুকে গেছেন, যেখানে বিপুল সংখ্যক কাফের বিদ্যমান ছিল। এমনকি কাফেররা সাহাবায়ে কেরামের পশ্চাদ্ভাবনও করেছে- যদিও আল্লাহর রহমতে তাদের ধরতে পারেনি।

ফায়েদা-৩: একাকি সারিয়্যা ও অভিযান বৈধ। যেমনটা খালেদ ইবনে সুফিয়ানের হত্যার ঘটনায় এবং আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনায় দেখেছি।

ফায়েদা-৪: মাসলাহাত মনে হলে কাফের নেতাদের হত্যা করে মাথা কেটে নিয়ে আসা জায়েয। যেমন সাহাবায়ে কেরাম কা'ব বিন আশরাফ ও হুজালির মাথা নিয়ে এসেছেন।

ফায়েদা-৫: যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে কটুক্তি করবে বা তার শানের অবমাননা করবে, তাদের কোন আমান নেই। তাকে আমান দিয়েও হত্যা করা যাবে। যেমন সাহাবায়ে কেরাম কা'ব বিন আশরাফকে আমান দিয়েও হত্যা করেছেন। অবশ্য এ ব্যাপারে আইম্মায়ে কেরামের

মাঝে দ্বিমত আছে।

ফায়েদা-৬: যেসব কাফেরের কাছে একবার ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে গেছে কিন্তু সে কুফর পরিত্যাগ করেনি, তাদেরকে দ্বিতীয়বার দাওয়াত দেয়া ছাড়াই হত্যা করা যাবে।

ফায়েদা-৭: কাফেরদের থেকে আত্মরক্ষার জন্য পালানো ও আত্মগোপন করা জায়েয। যেমন সাহাবায়ে কেরাম কা'ব বিন আশরাফ, আবু রাফে ও হুজালিকে হত্যা করে পালিয়েছেন এবং আত্মগোপন করেছেন।

ফায়েদা-৮: ঘুমন্ত কাফেরকে হত্যা করা জায়েয- যদি জানা যায় যে, সে কুফরে অটল আছে। যেমন আবু রাফের উপর ঘুমন্ত অবস্থায় হামলা করা হয়েছে।

ফায়েদা-৯: ইমাম না থাকাবস্থায় জিহাদ জায়েয; যেমনটা আবু

বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনায় দেখেছি যে, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আয়ত্বাধীন না থাকা সত্ত্বেও জিহাদ করেছেন।

ফায়েদা-১০: যদি মুসলমানদের সার্বজনীন এক ইমাম না থাকে এবং তারা বিভিন্ন শাসকের অধীনে থাকেন, তাহলে কাফেরদের সাথে এক শাসকের কৃত চুক্তি অন্য শাসক ও তার অধীনস্তদের উপর বর্তাবে না। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কৃত চুক্তি আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর বর্তায়নি। ফলে তিনি মক্কার মুশরিকদের হত্যা ও লুণ্টন করেছেন।

ফায়েদা-১১: দুর্বলতা ও ভীরুতা মুমিনের শান নয়, বরং বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতা কাম্য। উল্লিখিত চারটি ঘটনাতেই আমরা সাহাবায়ে কেরামের অকল্পনীয় বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতার পরিচয় পেয়েছি।

ফায়েদা-১২: যুদ্ধের মূল উপাদান হল কৌশল। জনবল ও অস্ত্রবলের *সাথে সাথে কৌশলের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। প্রত্যেকটি ঘটনাতেই দেখেছি যে, কৌশলের কারণে সাহাবায়ে কেরাম কিভাবে সফলতা পেয়েছেন, যা বাহ্যিক দৃষ্টিতে সম্ভবপর মনে হচ্ছিল না।

ফায়েদা-১৩: কাফেরদের অস্ত্র দিয়ে কাফেরদের হত্যা করা বৈধ। যেমন আবু বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহু মুশরিকটির নিজের অস্ত্র দিয়েই তাকে হত্যা করেছেন।

এছাড়াও আরো অনেক ফাওয়ায়েদ আছে। আপাত দৃষ্টিতে এ ক'টিই মনে পড়ছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দ্বীনের জন্য ফিদা হওয়ার তাওফিক দান করুন। কৌশল, বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতার সাথে কাজ করার তাওফিক দান করুন। আমীন!

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم